সীমান্ত কথা - ৪

মখদুম আজম মাশরাফী

গত সংখ্যার পর - - - -

থাকতাম সোনাউল্লাহ হাউসে। সোনাউল্লাহ ছিলেন জলপাইগুড়ির প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব। এ হাউসে প্রধানতঃ ছিল মুসলমান ছাত্র ছাত্রীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। আমরা হলদিবাড়ীর 'প্রধান বাড়ী' থেকে এসেছি শুনে বেশ সমাদর পেতাম। জলপাইগুড়িতে চলতো বাজার ঘাট। কখনও কিনতাম কিছু শীতের কাপড় যেমন উলের জাম্পার, শাল, শাড়ী ইত্যাদি। আরও কিনতাম লক্ষ্মীবিলাস তেল, বোরোলিন,পন্ডস ইত্যাদি। এগুলো আমাদের এপারে সহজলভ্য ছিলনা।তৃপ্তি ভরে খেতাম দার্জিলিংয়ের কমলা, এদেশের আঙ্গুর আর আপেল। মনে আছে কিনতাম বড় বড় পোষ্টার, নেতাজী সুভাষ বসু, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, বিবেকানন্দ ও দেশবন্ধুর ছবি।

মনে আছে একবার ঘুরে ঘুরে কিনেছিলাম সেগুন কাঠের একটি সুন্দর হারমোনিয়াম আর ক'টি বাঁশের বাঁশী। আমার বোনেরা তখন গান শিখতো। যেমন গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা শেখে। গানের মাষ্টার লক্ষ্মীকান্ত বাবু আসতেন গান শেখাতে। আর ছিলেন মোস্তফা ভাই, একসময় জলপাইগুড়ি রেডিওতে গান করতেন। আধুনিক গান। বেশীর ভাগই ছিল মান্নাদের বা অন্য জনপ্রিয় শিল্পির গান। মোস্তফা ভাইয়ের গলায় মানিয়ে যেতো বেশ।

জলপাইগুড়িতে আছে ডোমার ছেড়ে যাওয়া সেনবাড়ীর পৃথিশ সেন। তার ছেলে প্রবাল সেন, আর মেয়েরা শিবানী, বনানী, ইন্দ্রানী, দেবযানী। শিবানী ছিলেন প্রাইমারী স্কুলে আমার দিদিমনি মানে শিক্ষিকা। আর আছে অতুল সেন, কবিতা সেন রা। প্রবাল ওরফে ভনচু, গৌতম আর দেবযানী ওরফে বুড়ো ছিল আমার সাথী। ডাঃ শচীন তার ছেলে গৌতম সেন এবং বোনেরাও আছেন জলপাইগুড়িতে। মোস্তফা ভাইদের পরিবার বিনিময় করেছিলেন ডাঃ শচীন সেনের সাথে। তারা খুব ভাল নেই জেনেছি।

হলদিবাড়ীতে ফুপুর বাসার পাশেই ছিল শরীফ ডাক্তারের বাড়ী। তিনি ছিলেন সদাহাস্যমুখ এল, এম, এফ ডাক্তার। তার বড় ছেলে রাজু গান করতেন। আমার ফুপাতো বোনেরাও গান করতেন। সে বাড়ীগুলিতে কখনও কখনও বসতো মজাদার গানের আসর। মানিকদা, মোস্তফা ভাই, বানী আপা, সবাই একে একে গান করতেন। হলদিবাড়ী থানা শহর। এখানে আছে একটি সিনেমা ঘর। আপাদমস্তক টিনের তৈরী। এখানে চলতো মূলতঃ বাংলা ছবি। 'মা তারা' ধরনের ছবির সাথে সৌমিত্র, উত্তমের ছবি। বাজারে দেখেছি সি,পি,আই, সি,পি,এম, কগ্রেস,ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি অফিস। লোক বসে জটলা করছে। নেতারা আসছেন যাচ্ছেন। বাজারে চায়ের দোকানগুলো ডোমারের বাজারের দোকানগুলির মত। চা, মিষ্টি, সিঙ্গারা, নিম্‌কি খাচ্ছে মানুষ। মনে আছে ডোমারে আর হলদিবাড়ীতে 'ক্যাফে লাটের' মত কাঁচের গেলাসে চা খেতো সবাই। কিন্তু কেন জানিনা ওপারের চায়ের সাধের একটা মাদকতা এখনও আমাকে

টানে। দার্জিলিং খোলা চা কেজি হিসাবে কিনে আনতাম প্রতিবারই। কারন ডোমারে পাওয়া যেতো নিম্নমানের ইস্পাহানীর গুড়ো চা। তুলনামূলক ভাবে সাধ একেবারেই নেই। বাজারে পাওয়া যেতো সস্তা দামের নানান ফিল্টার সিগারেট, বিড়ি, পান সবই এপারের মতই।

আবার কখনও গিয়েছি কিছুটা দূরে শিলিগুড়ি দার্জিলিং অভিযানে। সঙ্গে থাকতো আমার ছেলেবেলার সাথী ও ভাগনা শাহজাহান। হলদিবাড়ী থেকে গরম কোট ও কাপড়চোপড় নিয়ে গিয়েছি। শিলিগুড়ি পাহাড়ের পাদদেশে একটি শহর। এখানে শক্তিগড় কলোনীতে আছেন ডোমার থেকে চলে যাওয়া মানুষের বেশী সংখ্যার ঘনত্ব। আব্বার ছেলেবেলার বন্ধু বিনয় বাবু থাকেন ঐ শক্তিগড় কলোনীর একটি বাড়ীতে। তিনি বৃটিশ বাংলায় সাম্যবাদী দল করতেন। এখানেই সক্রিয় বাবে তাই করছেন। তার ছেলেমেয়েরা চাকুরী করছেন। একটি আদর্শ পরিবার। ডোমার থেকে এসেছি বলে নিজ আত্মীয়ের মত যত্ন করলেন। এদের ছেলেমেয়েরা কখনও ডোমার দেখেনি। কিন্তু তাদের বাবা-মায়ের কাছে শুনে শুনে গড়ে উঠেছে মনে এক কল্প-জগৎ। আমাদের পেয়ে ওদের্ তাই উৎসাহের সীমা ছিল না। আরেক ভদ্রলোকের বাড়ী গেলাম। তিনিও ডোমারের। তাঁরাও অনেক সমাদর করলেন। এরাও কখনও আমাদের দেখেননি।

এভারেষ্ট শৃঙ্গ, কাঞ্চন জংঘা অবলোকন করেছি খুব ছোটবেলা থেকেই। ডোমারে শীত সকালে কুয়াশা সরলেই, উত্তর আকাশে ভেসে উঠতো ঐ সূর্য্য ঝলসিত চূড়া। সেবার তাই তার কাছাকাছি যাওয়ার অভিযান করেছি। শাহজাহান আর আমি বাসে চেপে শিলিগুড়ি থেকে রওনা হলাম। পাহাড়ের গা ঘেষে ঘেষে বাস একে বেকে চলেছে ওপরের দিকে। ক্রমে ছোট হয়ে আসছে নীচের দৃশ্যাবলী। যতই ওপরে উঠছি ততই কাছে আসছে মেঘমালা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে লেপ্টে আছে তুলোর মত শাদা শাদা খন্ডমেঘ, কোথাও বা মেঘপুঞ্জ। সূর্য্যকিরন ক্রমে হয়ে আসছে নরম ও পেলব। শীত জেকে বসছে ধীরে ধীরে। গুরখা ড্রাইভার নিমগ্ন চিত্তে চালাচ্ছে মিনিবাস। এক ষ্টেশনে গিয়ে বদল করে উঠলাম ছোট্ট রেলে। রেলের সামনে ও পেছনে দুটো ইঞ্জিন। ট্রেন চলছে খুব ধীরে, পাহাড়ের গা ঘেষে ঘিরে ঘিরে পেচিয়ে স্ক্রুর থ্রেডের মত। একজন রেল লাইনের ওপর ছিটাচ্ছে বালি। যেন পিচ্ছিল না হয়ে পড়ে। বাষ্পিয় ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে উঠছে শাদা ধোঁয়া। গিয়ে পৌঁছালাম 'ঘুম' ষ্টেশনে। অবশেষে দার্জিলিং।এখানে পুরোটাই উচু নীচু অসমান রাস্তা ঘাট আর পথ পাশে দোকানপাট। দার্জিলিং পৌছালাম পড়ন্ত বিকেলে। দার্জিলিং মলে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরছে ঘরে।

হোটেলে রাত কাটাতে হবে। খুব শীত সবদিকে। হোটেলে খেয়ে শুতে যাওয়ার আগে এক গুরখা তরুণ এসে জানতে চাইল আমরা সকালে টম টম চাই কিনা। সকালে আমরা দুজন, অন্য একটি নতুন দম্পতির সাথে ছোট টেম্পুর মত গাড়ী ভাড়া করে গেলাম 'টাইগার হিলে' সূর্য্যদয় দেখতে। সে এক অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। একই অঙ্গে এত রুপের যাদু ভাবতে অবাক লাগে।

দেখতে গেলাম গ্রীন হাউসে, দুষ্প্রাপ্য বনজ উদ্ভিদের সংগ্রহশালা। তারপর গেলাম দেখতে তেনজিং ও হিলারির প্রথম এভারেষ্ট বিজয়ের যাদুঘরে। সব দেখে আবার ফিরে চলা। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ী, দেওয়ানগঞ্জ তার পর চিলাহাটি হয়ে ডোমার।

কতবার যে এই অভিযান করেছি তা মনে নেই। আরেকবার গিয়েছি নেপাল অভিযানে। প্রথমে বিরাটনগর। এ অভিযান কিছুটা অনুসন্ধানী কারন যাত্রা লক্ষ্য কাঠমুন্ডু নয়। এ যাত্রা ছিল না আকাশপথে। ছিল ট্রেন ও বাসে করে। যাত্রার প্রতিটি মূহুর্ত ছিল অবলোকন, শ্রবন, ঘ্রান ও পরশের প্রক্রিয়া। এ কোন প্রাতিষ্টানিক কাঠামোবন্দি অনুসন্ধান ছিল না। এ ছিল দেখা-শোনা-জানার পিপাসা ও আনন্দের অবগাহনে ভাসমান নেশায়, এক অপরিসীম সুখকর অতৃপ্তির সততঃ তাড়নায়।

খুব ছোটবেলা থেকেই মানুষ ও জীবন আমার এক প্রিয় প্রসঙ্গ। বৈচিত্রের সাবলিল স্বতস্ফূর্ত রুপ সুধা ঘ্রানে-স্বাদে আমাকে ভরিয়ে রাখতো সর্বদা। আর আরও বেশীপেতে তাই এর অন্তর্গত তাগিদ জাগিয়ে রাখতো অবলোকনের বোধ তৃষ্ণা।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া